দোয়া কবুলের তিন বিশেষ সময়: হাদিসে বর্ণিত ফজিলত



সংগৃহীত ছবি

কোরআন ও হাদিসে দোয়ার গুরুত্ব এবং দোয়া কবুলের বিশেষ সময় সম্পর্কে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে দোয়া কবুলের জন্য তিনটি উত্তম সময় সম্পর্কে জানিয়েছেন—শেষ রাতের সময়, আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী মুহূর্ত এবং ফরজ নামাজের পরের সময়।

দোয়া মুমিনের শক্তি, আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা হলো ইবাদতের মূল অংশ। মহান আল্লাহ বলেন, “প্রার্থনাকারী যখন আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই।” (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৮৬)

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী দোয়া কবুলের জন্য তিনটি বিশেষ সময় হলো—

১. শেষ রাতের দোয়া:-

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে আল্লাহ তা’য়ালা প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করতে থাকেন:

কে আছে যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দেবো।

কে কিছু চাইবে? আমি তাকে তা দেবো।

কে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করবো।

(সহিহ বুখারি, হাদিস: ১০৭৯)

২. আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়:-

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন: “আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ে করা দোয়া কখনোই প্রত্যাখ্যাত হয় না।”

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৫২১)

৩. ফরজ নামাজের পর দোয়া:-

আবু উমামা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার নবীজি (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন দোয়া সবচেয়ে বেশি কবুল হয়?

তিনি উত্তরে বলেন: “শেষ রাতের দোয়া এবং ফরজ সালাতের পরের দোয়া।”

(সুনান আত-তিরমিজি, হাদিস: ৩৪৯৯)

-সংক্ষেপে বলা যায়, শেষ রাতের নিস্তব্ধতা, আজান-ইকামতের মধ্যবর্তী সময় এবং ফরজ নামাজের পরের মুহূর্ত—এই তিন সময়ে দোয়া করার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। মুমিনরা যদি এই সময়গুলোকে কাজে লাগায়, তবে তাদের দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।